মনোজ মিত্র
ও
চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা

জয়শ্রী রায়

মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু

"শিল্পের স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেন তার সঙ্গে মিশে যায়—তাঁর নিজের ভাবনা, আবেগ, কল্পনা। উপভোক্তা হিসেবে যখন আমরা সেই শিল্পের মুখোমুখি হই, তখন সেই সবকিছু নিয়ে শিল্পে ছড়িয়ে থাকা শিল্পীর অনুভব আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্র তেমনই এক ব্যতিক্রমী নাট্য ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর চাক ভাঙা মধু নাটকটি ও নানাস্তরে তার অর্থব্যঞ্জনা তৈরি করে পাঠক-দর্শকদের মনে। মনোজ মিত্রের চাক ভাঙা মধু এখানে নানা খোলসে-বাস্তবে, নানা মেজাজে-গাম্ভীর্যে, ব্যঙ্গে-কৌতুকে, অশ্রুশিক্ত হাস্যে তুলে ধরা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

9 789388 988186

মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা

জয়শ্রী রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

MONOJ MITRA O CHAK BHANGA MADHU, Monoj Mitra and Chak Bhanga Madhu in New Perspectives by Dr. Jayasri Ray, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, August : 2019 . ₹ 250.00

© অধ্যাপক তরুণ মণ্ডল

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
অগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-88988-18-6

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা

বিষয় বিন্যাস

পঞ্চাশ বছর পরে	৯	সৌমিত্র বসু
নাট্যসৃজনের যাদুকর মনোজ মিত্র	১৫	অপূর্ব দে
বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...		
মনোজ মিত্রের সৃষ্টি কথা	২৪	বনানী চক্রবর্তী
নাট্যকার মনোজ মিত্র	৩৩	তপন মণ্ডল
অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তার অভিনয় চিন্তা	৪৮	গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্রের নাটক :		
চাক ভাঙা মধু	৫৩	প্রবীর প্রামাণিক
মনোজ মিত্র : 'চাক ভাঙা মধু' (পুনর্বিচার)	৬১	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'চাক ভাঙা মধু' : ব্যঞ্জনাগর্ভ সুসঙ্গত নাম	৬৭	প্রসেনজিত দাস
চাক ভাঙা মধু : শোষিত মানুষের এক চিরন্তন জীবনালেখ্য	৭১	মঞ্জু সাহা
মাপা হাসি চাপা কান্না : 'চাক ভাঙা মধু'র কৌতুক	৭৭	শাওন নন্দী
'চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে'	৮৩	অরুণকুমার সাঁফুই
চাক ভাঙা মধু : নাটক থেকে নাট্যে	৯৫	জয়শ্রী রায়
স্মৃতি দূরবীনে - 'চাক ভাঙা মধু'	৯৮	মীনাক্ষী সিংহ
চাক ভাঙা মধু : সংলাপের দর্পণে	১০১	স্বপন কুমার আশ
'চাক ভাঙা মধু' : সংলাপের ভাষা	১০৭	লায়েক আলি খান
চাক ভাঙা মধু : প্রত্যাঘাতের পদাবলী	১১২	সুরঞ্জন মিদ্দে
নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু	১২০	মনোজ ভোজ

❑ **চরিত্রচিত্রণ** (১২৫ - ১৬৪)

বাদামি চরিত্র	১২৫	জয়শ্রী রায়
দাক্ষায়ণী : ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন গদ্যে	১৩১	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
অঘোর : শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র	১৩৭	স্বপন কুমার আশ
মাতলা—এক লড়াকু মানুষ	১৪১	সোমা ভদ্র রায়
প্রান্তিকতার নিজস্ব আলোকিত মাত্রা ও 'জটা' বৃত্তান্ত	১৪৬	নির্মাল্য মণ্ডল
সমাজ-বাস্তবতার গণিতের ছকে শঙ্কর চরিত্র	১৫৪	টুনু রানী বেরা
চাক ভাঙা মধু : প্রান্তজনের কথা	১৬১	অভিজিৎ বিশ্বাস

❑ **সাক্ষাৎকার : জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বের** (১৬৫ - ১৯৯)

সাক্ষাৎকার — মায়া ঘোষ	১৬৭
সাক্ষাৎকার — অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭৩
সাক্ষাৎকার — বিভাস চক্রবর্তী	১৮৬
সাক্ষাৎকার — মনোজ মিত্র	১৯৩
লেখক পরিচিতি	২০০

বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...মনোজ মিত্রের সৃষ্টিকথা

বনানী চক্রবর্তী

"প্যারহাসিয়াস সগর্বে জানালেন ঐ তারা বসানো আকাশখানা ছেলেবেলা থেকে এতোকাল বয়ে বেড়িয়ে তবে এই ছবিটা আঁকলাম, আঁকতে পারলাম।"

'ঠিক এতগুলোই তারা ছিল সে দিন?' 'গলায় সবটুকু জোর ঢেলে চিত্রকর বলে, ঠিক এতগুলো বলব না! তবে বেশিও না, কমও না।'

'সাত সকালে অযাচিত প্রশংসা। হাতের তুলি নামিয়ে রেখে চিত্রকর তক্ষুনি ছুটে এল : জানো সক্রেটিশ, পাহাড় টা আমি একবারই দেখেছি, সেই ছোটবেলায়। শুধু দেখা নয়, পায়ে পায়ে টপকেও ছিলাম। — বাহ! একগাল হাসি ভোরের অনাহুত অতিথির : আহা, রোদ ঝলমল পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা নদীটি! নিশ্চয় পায়ে পায়ে নদীটিও পার হয়েছিল?

.... নদীটি পেয়েছিলাম আর এক জায়গায় আর এক সময়। আমি শুধু নদীটাকে সেখান থেকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছি।' ভালো হয়নি বলো—

বাব্বা! "আসলের চেয়ে নকলে বেশি খুলল।"

'নাটক নিয়ে কথাবার্তা' বইটিতে মনোজ মিত্রের লেখা স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' রচনাটি সাহিত্য কি বোঝাতে গিয়ে কতবার আলোচনা করেছি, আজ কলম নিয়ে বসে মনোজ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য রচনার ধরন ধারণের কথা বলতে গিয়েই সেই কথাই মনে পড়ল।

আমরা যা দেখিনি তা কল্পনাও করতে পারি না। যে-কোনো ছবি রঙ তুলি কলম আমার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কথাই বলে। লেখক তাঁর ভেতরের অনুভূতি দিয়ে শুধু তাকে জারিত করেন, সত্যের কাছাকাছি সাহিত্যিক সত্যে পরিণত করেন— এইটুকু। পাহাড়, ঝর্ণা, নদী, তারাভরা আকাশ ঠিক যতটুকু একটি নিটোল অনুভূতিকে প্রকাশ' করতে প্রয়োজন, সিন্দুক খুলে শুধু সেটুকুই বার করে নেন। এই নেওয়া সার্থক হয়ে ওঠে শিল্পীর জীবন দর্শন, জীবনবোধ, বিশ্ব দর্শনের মেঘ ও মননের উপর। সেখানেই জীবন থেকে বড় কোনো ঘটনা কাহিনী জীবনে কাছাকাছি পৌঁছে যায়। 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।' লেখকের 'গল্প না' লেখবার সূতিকাগৃহ বলবো, নাকি একটি টুকরো অনুভূতি বলবো, সে বিচার থাক — 'গল্প না'-এর ভূমিকায়ও লেখক এই অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলি। শুরু করেছেন জীবনের ছবি আঁকতে সাহিত্যের আড়াল ছেড়ে জীবনের মুখোমুখি সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে।

অবিভক্ত বাংলার খুলনা যশোর এপার বাংলার বসিরহাট টাকি দত্তীর হাট ভৌগোলিক এবং জলবায়ুগত মিল রয়েছে আমরা জানি, মনোজ ১৯৩৮, ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের খুলনার ধুলাহর গ্রামে জন্মেছেন যথেষ্ট সম্পন্ন পরিবারে। সম্পদ এবং অতিথি তখনকার পরিবারগুলির অলঙ্কার ছিল। মিত্র পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রপিতামহ যাদবচন্দ্র অতিথি বৎসল মিশুকে

মানুষ। তাঁর কাছে বসুধৈব কুটুম্ববকম্। এসো জন বসো জন নিয়ে ভালোই দিন কাটত পরিবারগুলির। সুজলা সুফলা জমি, অনায়াস ফসল শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন চর্যায় অভ্যস্ত করে রেখেছিল বাংলার মানুষকে।

যাদবচন্দ্রের প্রথম পুত্র অন্নদাচরণ ছিলেন কিছুটা গম্ভীর আত্মমগ্ন মানুষ। তবে তাঁর স্ত্রী হেম নলিনী দেবীর মনোজ মিত্রের ঠাকুমা সংসারকে সর্বার্থে মাথায় করে রেখেছিলেন। তাঁর খামখেয়ালিপনায় বাধ সাধার মতো কেউই ছিলো না। এমনকি অন্নদাচরণকে অন্যরা সমীহ করে চললেও—

> "হেম নলিনীর কাছে একরত্তিও ভারিক্কি ওজনদার ঠেকে না, নেহাতই রোগা পাতলা লাজুক প্রকৃতির মানুষ।"

'কুকরালির টরটরে টগবগে মেয়েটা' বাপের বাড়ি গিয়ে কার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে। সংসারে স্বজন বলতে দু'জন— অন্নদাচরণের দিদি তাপসী আর ভাগ্যহীনা বউদিদি সরসী। অন্নদাচরণের অগ্রজ 'প্রচন্ড পুরুষ' চন্ডীচরণ প্রায়ই নিরুদ্দেশ হতো। অন্নদাচরণের দিদি তাপসীর স্বামী মাঝে মাঝে ফিরতেন কখনো 'কাপ্তেন' কখনও 'নির্ঘাত ভিখারির বেশে।' ভবঘুরে স্বামীর কারণে তারও মনে শান্তি ছিলো না একরকম। আফিম হয়েছিল সঙ্গী। এই দু'জন নারীর মাঝখানে হেমনলিনী ছিলেন তপ্তকাঞ্চন বর্ণ এবং প্রসাধন প্রিয়। হেমনলিনীর বিয়েতে তাঁর উকিল কাকাবাবু উপহার দিয়েছিলেন একটি বেলজিয়াম কাঁচের 'দশাশই আয়না।'

আয়নার মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ত হেমের সমস্ত শরীরে। বেজায় বেরসিক, স্বামীর কটাক্ষ সাময়িক দাগ কাটলেও দীর্ঘস্থায়ী জীবন তৃষ্ণা হরণ করে নিতে পারেনি।

এসব ঘটনা গল্প না সত্যি, যে সত্যি হয়ত সময়ের সঙ্গে পালিশ হয়েছে, পলেস্তারা পড়েছে— অতিরঞ্জিত হওয়া তো জীবনেরই ধর্ম, এক মুখ থেকে অন্য মুখে মায় কলমে এলে। লেখক মনোজ মিত্র জানিয়েছেন—

> "এ কাহিনি দন্ডিরহাটের বাড়িতে ঠাকুমার নিজের মুখে শোনা। তার বাল্য বিবাহের কথা রোগজীর্ণ অন্নদাচরণ সন্ধ্যেবেলায় আধো চোখে আধো ঘুমে শুয়েছিল। তার জীর্ণ শরীরে হাত বুলাতে বুলাতে ফোকলা গালে বুড়ির সে কী হাসি।"

অন্নদাচরণের তিন পুত্র। অশোককুমার ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অশোক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সম্পত্তির উপর নির্ভর না করে শালিশি আদালতে চাকরি নেন বিচারপতি পদে। ফলে ছিল বদলির চাকরি।

অশোক কুমার রাধারাণীর তিন পুত্র ও এক কন্যা— মনোজ, উদয়ন, অমর ও অপর্ণা। মনোজ মিত্র শৈশবের বেশ কিছু বছর বাবার সঙ্গে ঘুরে না বেড়িয়ে থাকতেন ধুলাহরেই ঠাকুমা দাদুর কাছে। আট বছর ধুলাহরে কাটানোর পর ১৯৪৫-এ সিরাজগঞ্জে বাবার কর্মস্থলে যান মনোজ। আমরা যদি ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের কথা ভাবি— তাহলে বলতেই হয় শৈশব থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ছাপ পাকা হয়ে পড়ে যায় শিশুর মনে। মনোজও তার ব্যতিক্রম নন। মনোজ নিজেও তা বলেছেন—